দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৯ আগস্ট ফেনীতে পূর্ব ঘোষিত 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া নির্বিঘ্ন রাখার স্বার্থে এই কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফেনী জেলার চারটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচী উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন যে, এই কর্মসূচীর ফলে প্রাইমারী স্কুলের ড্রপআউটের সংখ্যা হ্রাস পাবে। দেশে বিদ্যমান নিরক্ষরতার জন্য তিনি প্রাইমারী পর্যায়ে ড্রপআউটকে দায়ী করেন। প্রধানমন্ত্রী 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীকে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ বলে অভিহিত করে বলেন, এই ব্যবস্থা শিক্ষার কাম্য লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। প্রসঙ্গত তিনি এক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর অধীনে দরিদ্র ছাত্র কিংবা ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা অব্যাহত রাখলে তাদের পরিবারকে মাসে ১৫ কেজি খাদ্য দেয়া হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী একাধিক ছাত্র-ছাত্রী সংবলিত পরিবারের জন্য মাসে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি খাদ্য দেয়া হবে। চলতি বছর এই কর্মসূচীর অধীনে সরকার এবছর এক লাখ ২৪ হাজার টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেছেন। দেশের ৪,৬০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৭ লাখ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এই খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। এতে পাঁচ লাখ দরিদ্র পরিবার উপকৃত হবে। বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য ৮৯ কোটি টাকা।

দেশের প্রাইমারী স্কুলগুলোতে ড্রপআউটের সংখ্যাধিক্যের কারণ হিসাবে সব সময় উল্লেখ করা হয় দারিদ্র্যের কথা। দারিদ্র্যের কারণেই সাধারণ মানুষ ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। অনেক সময় এসব ছাত্র-ছাত্রীকে নিজেদের অন্নের সংস্থান নিজেদেরই করতে হয়। তার জন্য কাজ করতে হয় এসব দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে। সরকার থেকে যদি প্রতিদিন আধা কেজি করে খাদ্য তাদের জন্য সরবরাহ করা হয়, তাহলে এদের দু'বেলা খাদ্যের সংস্থান নিশ্চিত হতে পারে। এর ফলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে রাখবেন—এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গত বছরের এবং বর্তমান বছরের বাজেটেও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এ ক্ষেত্রে সরকার ন্যূনতম শিক্ষা তথা সাক্ষরতার ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ শুধু ঘোষণাই নয়—সরকার নারী শিক্ষা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছেন। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করছেন। তেমনি সাক্ষরতা অভিযান জোরদার করে তুলেছেন। তারই অংশ হিসাবে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর মত বৈপ্লবিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। কেউ যদি লিখতে, পড়তে এবং সাধারণ ধরনের অংক কষতে পারেন, তবে তিনি অন্তত শোষণ বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারবেন এবং তার সমপর্যায়ে শিক্ষার জন্য পরবর্তী জেনারেশনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। একথা পৃথিবীর বহু দেশেই প্রমাণিত হয়েছে যে সাক্ষরের হার যদি একবার ৫০ শতাংশে উন্নীত করা যায়, তাহলে অতি দ্রুত তা ৮০/৯০ শতাংশে পৌঁছতে পারে। তার উদাহরণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী সত্যি সত্যি একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। আমরা এই কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করে তোলার অনুরোধ জানাই। সুষ্ঠু তদারকি নিশ্চিত করতে পারলে এই কর্মসূচী অবশ্যই সফল হবে বলে আমরা মনে করি।